



## 336476 - খাবারে যে পোকামাকড় পড়ে সেগুলোর বর্ধান

### প্রশ্ন

কিছু কিছু পিঁপড়া জুস তরীর পাউডারে প্রবশে করে। আমার মনে হয়, সেগুলো মরে গেছে। যদি পিঁপড়া, মাছি বা মশার মত পোকামাকড় খাবার বা পানীয়তে পড়ে কথিবা প্রবশে করে; মৃত হোক কথিবা জীবতি— আমরা কি এ খাবার খতে পারি বা পান করতে পারি? নাকি খাওয়া বা পান করার আগে এ পোকোগুলো উঠিয়ে ফলেতে হবে?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

শরিয়ত খারাপ জনিসিকে হারাম করেছে।

আল্লাহুতাআলা বলেন: “(এরা তো তারাই) যারা সেই রাসূল ও নরিক্ষর নবীর অনুসরণ করে যার কথা তারা তাদের তাওরাত ও ইনজীলে লখিতি পাচ্ছো। তিনি তাদেরকে ভালকাজ করার আদেশে দনে ও মন্দকাজ করতে নষিধে করনে, তাদের জন্য ভাল জনিসিকে বধৈ ও খারাপ জনিসিকে অবধৈ ঘোষণা করনে।” [সূরা আরাফ, আয়াত: ১৫৭]

ওহী নাযলিরে সময়কার আরবরো পোকামাকড় খাওয়াকে খারাপ বিচেনা করত; এ কুরআনের মাধ্যমে প্রথমতঃ যাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে।

ইবনে কুদামা (রহঃ) বলেন:

“আল্লাহুতাআলার বাণী: ‘তোমাদের জন্য (খাওয়া) নষিদিধ করা হয়েছে: মৃত প্রাণী, রক্ত, শূকরের মাংস, আল্লাহ্ব্যতীত অন্যরে নামে জবাইকৃত প্রাণী’। [সূরা মায়দি, আয়াত: ৩] এই বাইরে আরবরা যা কিছুকে ভাল বিচেনা করত সটো হালাল। যহেতে আল্লাহুতাআলা বলেন: ‘তাদের জন্য ভাল জনিসিকে বধৈ করনে’। অর্থাৎ দললি হালালকৃত জনিসি ব্যতীত আর যা কিছুকে তারা ভাল বিচেনা করে। যহেতে অন্য আয়াতে এসছে: লোকরো আপনার কাছে জানতে চায় কি কি তাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। বলুন, তোমাদের জন্য যাবতীয় ভাল জনিসি হালাল করা হয়েছে।’ [সূরা মায়দি, আয়াত: ৪] যদি এখানে দললি দ্বারা যা কিছু হালাল সাব্যস্ত সেগুলো উদ্দেশ্য হত তাহলে এটি তাদের প্রশ্নরে জবাব হিসাবে যথাযথ হত না।



আর আরবরা যটোক খারাপ ববিচেনা করত সটো হারাম। যহেতে আল্লাহতাআলা বলছেন: “খারাপ জনিসিকে অবধৈ ঘোষণা করনে।” [সূরা মায়াদি, আয়াত: ৪]।

যাদরে ভাল ববিচেনা ও খারাপ ববিচেনা ধর্তব্য তারা হচ্ছনে: হজিায়রে শহরে বসবাসকারীগণ। কারণ তাদরে উপরই কতিব নাযলি হয়েছে এবং নাযলিকৃত কতিব দ্বারা ও সুননাহ্‌দ্বারা তাদরেকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাই কতিব-সুননাহ্‌র শব্দমালার ব্যবহার জানার ক্ষেত্রে তাদরে প্রথাগত ব্যবহার রফোরনেসযোগ্য; অন্যদরে ব্যবহার নয়। এক্ষেত্রে মরুবাসীরা ধর্তব্য নয়; যহেতে তারা জরুরী অবস্থা ও ক্‌ষুধার কারণে যা পায় তাই খায়...।

এটি যখন সাব্যস্ত হল সুতরাং পোকামাকড় খারাপ জনিসিরে অন্তর্ভুক্ত; যমেন- কীট, গুবরে পোকা, তলোপোকা, ইঁদুর, গরিগটি, তক্ষক, টকিটকি, গছে ইঁদুর, বচিছু, সাপ ইত্যাদি খারাপ জনিসি হিসেবে গণ্য।

এটি ইমাম আবু হানফিা ও ইমাম শাফয়েরি অভিমিত...”। [আল-মুগনী (১৩/৩১৬-৩১৭) সমাপ্ত]

এটি অধিকাংশ মাযহাবরে অভিমিত।

ইবনু হুবাইরা (রহঃ) বলনে: “তারা (আলমেগণ) এই মরমে একমত যে, জমনিরে পোকামাকড় হারাম; তবে ইমাম মালকে ছাড়া। এক বরণনা মতে, তিনি এগুলিকে মাকরুহ বলনে, আর অপর বরণনামতে বলনে: হারাম।” [ইখতলিফুল আয়মিমাতলি উলামা (২/৩৩৫) থেকে সমাপ্ত]

আর বশেঁ জানার জন্য পড়ুন 21901 নং প্রশ্নোত্তর।

দুই:

পূর্বোক্ত আলোচনার আলোকে খাবার থেকে এসব পোকামাকড় আলাদা করা ও দূরীভূত করা আপনাদরে উপর আবশ্যিক— এসব পোকামাকড় খারাপ হওয়ার কারণে। এ কথা সক্ষেত্রে প্রযোজ্য যদি পোকাগুলো দূর করা সাধ্যগ্রাহ্য হয়; এতে কঠনি কষ্ট না হয়— পোকাগুলো দেখা যাওয়ার থাকার কারণে।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যদি কোন মাছ তিমোদরে কারণে পানীয়তে পড়ে সে যনে মাছটিকে এর ভেতরে ডুবিয়ে দেয়; অতঃপর উঠিয়ে ফলে দেয় / কারণ মাছরি এক ডানায় রয়েছে রোগ; অন্য ডানায় রয়েছে নরিাময়ক।” [সহহি বুখারী (৩৩২০)]

কিন্তু, এ পোকাগুলো যদি নিতিন্ত অল্প ও এত ছোট হয় যে, সেগুলো খুঁজে পাওয়া কঠনি সক্ষেত্রে তা ক্‌ষমার্হ। কনেনা শরয়ির উদ্দেশ্যে কাঠনি ও কষ্ট লাঘব করা।



আল্লাহতাআলা বলেন: “আল্লাহ্‌তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; তিনি তোমাদের জন্য কঠিন করতে চান না।”[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৫]

আল্লাহতাআলা বলেন: “আল্লাহ তোমাদের উপর জটিলতা আরোপ করতে চান না।”[সূরা মায়দি, আয়াত: ৬]

আল-মরিদাওয়ী (রহঃ) বলেন:

“শাইখ তাক্বী উদ্‌দিনি নর্বিচন করছেন: তুচ্ছ পরমাণ নাপাকসিধারণভাবে সবক্‌ষত্রে ক্‌ষমার্হ; খাবারের ক্‌ষত্রে এবং অন্যান্য ক্‌ষত্রে; এমনকি হুঁদুরেরে বষ্টি। তিনি ‘আল-ফুরু’ গ্রন্থে বলেন: অর্থাৎ এটাই ছড়াকারেরে নর্বিচতি অভমিত। আমি বলব: ‘মাজমাউল বাহরাইন’ গ্রন্থে বলছেন: আমি বলব: অধিক যুক্তযুক্ত হল পোশাকপরচ্ছদ ও খাবারদাবারেরে ক্‌ষত্রে তা ক্‌ষমার্হ হওয়া— এর কাঠিন্য অধিক হওয়ার কারণে। কোন আকলবান ব্যক্তি এই সমস্যার সার্বকিতাকে অস্বীকার করতে পারেন না। বিশেষতঃ খাদ্যশস্য ভাঙ্‌গার কল, চনিও তলেরে কলে। হুঁদুরেরে উচ্ছষ্টি, মাছরি রক্ত ও মল থেকে বঁচে থাকার চয়ে এটি থেকে বঁচে থাকা অধিক কঠিন। মাযহাবেরে অনেকে আলমে এটি পবত্‌রি হওয়ার মতকে নর্বিচন করছেন।”[আল-ইনসাফ (২/৩৩৪-৩৩৫) থেকে সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।